দৈনিক সংবাদ
তারিখ ... ২৪ 2007
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আদমজীর কিছু 'মেঘবালিকার' থমকে যাওয়া জীবনের কথা

চাঁন মিয়া চান্দু

ঝর্ণা, নার্গিস, কলি, জাহেদা/ আদমজী স্কুলের ছাত্রী, স্কুলের পোষাকে ওরা সবই এখন স্মৃতি

সরকারের হঠাৎ সিদ্ধান্তের ফলে এশিয়ার বৃহত্তম আদমজী জুট মিল হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে নেমে আসে চরম হতাশা। আদমজীর আওতাধীন চারটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জীবনে নেমে আসে শোকের ছায়া। আদমজীর আকাশ-বাতাস শোকের আহাজারিতে ভারি হয়ে ওঠে।

কান্নায় ভেঙে পড়ে আদমজী গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা। কান্নাজড়িত কণ্ঠে কুলসুম আক্তার বাতাসি বললেন আমি নবম শ্রেণীতে পড়ছি। আমি বলতে চাচ্ছি যে, আমি আদমজী গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী। আমার ইচ্ছা ছিল, আমি লেখাপড়া শেষ করে দেশের জন্য কিছু করব; কিন্তু এখন নিজের জন্যও কিছু করা সম্ভব নয়। কারণ আমার বাবা ছিল আদমজী মিলের একজন স্থায়ী শ্রমিক। আমরা এখান থেকে লেখাপড়া করতাম। এখন আদমজী মিল বন্ধ হয়ে গেছে, তাই গ্রামের বাড়ি চলে যেতে হচ্ছে। গ্রামে গিয়ে লেখাপড়া করার কোন সুযোগ পাব না। কারণ আমার বাবার চাকরি নেই। এখন আমার লেখাপড়ার খরচ জোগাতে পারবে না। মা-বাব চাইবে বিয়ে দিয়ে দিতে কারণ তাদের কিছু করার নেই। আমার বাবা ও ভাই এ মিলেই কাজ করত। আমরা চার ভাই-বোন লেখাপড়া করতাম; কিন্তু আমি কোন দিন ভাবিনি যে, আমাকে এই সময় স্কুল ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমার খুবই কষ্ট লাগছে এই ভেবে যে, আদমজী মিল বন্ধ হয়ে গেছে। আমার জীবনে অনেক আশা, অনেক স্বপ্ন ছিল, তা অকালে ঝড়ে গেল। ৩০শে জুন মিলটি বন্ধ হয়ে গেছে। আমি যতদিন বেঁচে থাকব তখনও ৩০শে জুনের কথা ভুলব না। ৩০শে জুন আমার জীবনের সব আশা ভেঙে গেছে।

অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী ঝর্ণা বলল, আমার ইচ্ছা ছিল লেখাপড়া করে ডাক্তার হব। আব্বার কর্মস্থল আদমজী জুট মিলস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দেশের বাড়িতে চলে যেতে হচ্ছে; কিন্তু সেখানে লেখা-পড়ার সুযোগ নেই। এখন আমার বাবা বেকার, আমরা দু'বোন, তিন ভাই। আমাদের চাকরি করার মতো কোন বড় ভাই নেই। সব ছোট লেখাপড়া করে। তাদের কিছু করার নেই। আমি কখনও ভাবতে পারিনি যে, আমার লেখাপড়া ছাড়তে হবে। লেখাপড়া ছাড়ার সে কষ্ট এখন আমি বুঝি। আরও অনেক হাজার মেয়েদের পড়ালেখা নষ্ট আর ৩০শে জুন আমাদের স্কুলে কান্নায় হাহাকার বয়ে গেছে। আর বয়ে গেছে আমাদের চোখের জল। শিতলক্ষ্যা স্রোতের মতো।

দশম শ্রেণীর ছাত্রী ফাতেমা আক্তার নিপা বলল, আমি দশম শ্রেণীর ছাত্রী। আদমজী গার্লস হাই স্কুল থেকে আমার লেখাপড়ার জীবন শুরু হয়েছিল; লেখাপড়া করে জীবনে অনেক বড় হব। মা, বাবার মুখ উজ্জ্বল করব। সব মা-বাবা চায় তার ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করে জীবনে অনেক বড় হবে দেশের সেবা করবে; কিন্তু তা আর সম্ভব হলো না। কারণ আমার বাবা ও মা আদমজী মিলের শ্রমিক। এ মিলের বেতনে সংসার খরচ চলত। আজ তা বন্ধ হয়ে গেল, কেননা আদমজী মিল বন্ধ করে আমাদের সব স্বপ্ন ধুলিস্মাৎ হয়ে গেল। যদি আদমজী মিল বন্ধ না হতো, তাহলে হয়ত আমার আশাগুলো বাস্তবে রূপ নিত; কিন্তু তা আর কখনও হয়ত সম্ভব হবে না। কারণ আমার মা-বাবার জন্য কোন আয় নেই যে, আমাদের অন্য কোথাও বা ভাল কোন স্কুলে আমাকে লেখাপড়া করাবে। আমার জীবনটা অর্থহীন হয়ে যাবে।

এ অল্প লেখাপড়া করে আমাদের জীবনের মূল্য কোথায়।

নবম শ্রেণীর ছাত্রী নারগিস আক্তার এনি বলল, অনেক স্বপ্ন ছিল লেখাপড়া করে একটা কিছু করব দেশের জন্য; কিন্তু সেটা আর হলো না। এখন আমার বাবা বেকার জীবনযাপন করছে। তার কোন সামর্থ্য নেই যা দিয়ে আবার আমাকে লেখাপড়া করাবে আর এ সমাজে অল্প লেখাপড়ার কোন দাম নেই। লেখাপড়া ছাড়া বেঁচে থাকা আর না থাকা এক কথা। অসহায়ের মতো চলে যেতে হবে গ্রামের বাড়িতে। বাবা বেকার, উপার্জন করার কোন মাধ্যম নেই।

সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী জ্যোৎস্না বলল, 'আমরা কোথায় যাব'। গ্রামে আমাদের বাড়ি নেই।

আমাদের সব জায়গা জমি বিলিন হয়ে গেছে। গ্রামে থানা গোজার কোন ঠাঁই নেই। আদমজী বন্ধ হওয়ায় আমরা বাবা বেকার হয়ে গেল। এখন আমরা কোথায় যাব, কি করে চলবে আমার সংসার আমাদের ভাইবোনদের লেখাপড়া কোন সুযোগ রইল না। স্কুলে বেতন দিয়ে পড়ার মতো কোন সামর্থ্য নেই। আদমজীতে আমরা বিনা মূল্যে বই পেতাম। সে সুযোগ আমরা আর পাব না। লেখাপড়া শিখে আমাদের আর বড় হওয়ার কোন সুযোগ রইল না। অল্প যা কিছু টাকা পেয়েছে, তা তো অল্প কিছুদিনের মধ্যে ফুড়িয়ে যাবে না।

আদমজীর সব শিশু-কিশোরেরই এ অবস্থা তার মধ্যে মাত্র কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে কথা বলছি। ওদের চোখে অশ্রু দেখে আর কারও সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

শীতলক্ষ্যার সমস্ত জলরাশি এখন ধারণ করেছে এ শিশু-কিশোররা।

উম্মে কুলসুম বাতাসী